চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১০ সেপ্টেম্বর'২০২৩খ্রি.

দ্বিতীয় লিডার্স তারুণ্য উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে মেয়র
পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা আর্জন করতে হবে

শুধু পাঠ্য পুস্তকের পড়া পড়লেই হবে না সেই সাথে পাঠ্য পুস্তকের বাইরে জ্ঞানমূলক বই পড়ে নিজেকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এবং পুঁথিগত শিক্ষার শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা আর্জন করে দেশ জাতির কল্যানে কাজ করতে হবে।

শনিবার বিকালে লিডার্স স্কুল এণ্ড কলেজ ক্যাম্পাসে ২য় লিডার্স তারুণ্য উৎসব-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী এ মন্তব্য করেন।
লিডার্স স্কুলের অধ্যক্ষ কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রামের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর মো: জাহেদুল হক, জালালাবাদ ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাহেদ ইকবাল বাবু।
সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী আরো বলেন, আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত লিডার্স স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রাম, গৌরবময় যাত্রা শুরু করে। লিডার্স শিক্ষা মডেল-২০১৮ এর তিনটি মূল উপাদান জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিকতাকে সামনে রেখে তার লক্ষ্য অর্জনের ক্লান্তিহীন অবিরাম প্রচেষ্টাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে ২০২২ সাল থেকে শুরু হয় লিডার্স তারুণ্য উৎসব। তিনি তারুণ্য উৎসবের সফলাত কামনা করেন।
এবারের উৎসবে ৫৮ টি স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে প্রায় ১১০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। উৎসবের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ক, খ ও গ সহ মোট ০৩ টি বিভাগে এবং চিত্রাংকণে একটি অতিরিক্ত বিশেষ শিশু বিভাগে। প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো ছিলো-রচনা, কুইজ, চিত্রাংকণ, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, প্রোগ্রামিং, কোরআন তেলাওয়াত, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, দাবা, ক্যারাম ও টেবিল টেনিস, আইডিয়া জেনারেশন ইত্যাদি।

বন্দর নগরীতে উদ্বোধন হলো রবি দৃষ্টি বিতর্ক প্রতিযোগিতা
অংশগ্রহন করছে ৯০টি প্রতিষ্ঠান

চট্টগ্রামের থিয়েটার ইন্সটিটিউটে ৩০টি স্কুলের সহস্রাধিক বিতার্কিক, শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিত ব্যাক্তিত্বের কোলাহলে উদ্বোধন হল রবি-দৃষ্টি বিতর্ক প্রতিযোগিতা। জাতীয় সংগীত ও চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী স্মারক পাঠ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এম রেজাউল করিম চৌধুরী।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক এস এম শামীম রেজা, প্রাক্তন বিতার্কিক ও বাংলাদেশ টেলিভিশন জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার সাবেক নিদের্শক ব্যারিষ্টার প্রশান্ত ভূষন বড়ুয়া, চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আবদুল মালেক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. আদনান মান্নান ও রবি'র পাবলিক অ্যাফেয়ার্স এণ্ড সাসটেনেভল ভাইস প্রেসিডেন্ট শরীফ শাহ জামাল রেজা। দৃষ্টি চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন দৃষ্টি চট্টগ্রামের সিনিয়র সহ সভাপতি বনকুসুম বড়ুয়া নুপুর, সহ সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সহ সভাপতি সাবের শাহ, সাধারণ সম্পাদক সাইফদ্দিন মুন্না, যুগ্ম সম্পাদক কাজী আরফাত, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্না মজুমদার, অর্থ সম্পাদক সুমাইয়া ইসলাম ও নির্বাহী সদস্য আফসানা তমা।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সিটি মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম সবসময় এগিয়ে ছিল। এ চট্টগ্রাম এক সময় জাহাজ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। চট্টগ্রামের কাঠের জাহাজ এখন লন্ডন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ১৯২০ সালে মহাা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণার আগেই চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে ছিল। তিনি বলেন, বিতর্ক বিষয়টা মানুষের জন্মলগ্ন থেকে সৃষ্টি। যেকোনো বিষয় নিয়ে তর্ক হয়ে পারে। বিতর্ক মল- যুদ্ধ নয়, বিতর্ক যুক্তির যুদ্ধ। আজকে জঙ্গিবাদদের কথা বলা হচ্ছে। এ জঙ্গিবাদ ভালো কি খারাপ সেটা যুক্তির মাধমে খন্ডন করতে পারি তাহলে ছাত্রছাত্রীরা জঙ্গিবাদ সম্পর্কে জানতে পারবে।
তিনি আরো বলেন, এদেশকে স্বাধীন করেছি একটা চেতনা নিয়ে। অসম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে। এ অসম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করতে না পারি তাহলে সবকিছু বিফলে যাবে। এটি বিমূর্ত বিষয় যা ধরা যায়না, ছোঁয়া যায়না। এ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে না পারি তাহলে ওই মৌলবাদী শক্তি, জঙ্গিবাদী শক্তি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার

বিরুদ্ধে লাঠি ধরবে। সেই লাঠি বিরুদ্ধে দাড়াতে প্রয়োজন আমাদের বিতর্কিকদের। যুক্তির মধ্যমে দেখিয়ে দিতে হবে এরা আমাদের অন্ধকারে নিয়ে যেতে চাই। আন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে যেতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিতা ওগনযোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক এস এম শামীম রেজা বলেন, আমরা যদি একটা চৌকস বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই, স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই তাহলে প্রয়োজন এটি চৌকস প্রজন্ম যারা উদ্যেক্তা হবে, মানবিক হবে, সত্যিকারের স্মার্ট মানুষ হবে। আমাদের আচরণে, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতায় একটা স্মার্ট সমাজ তৈরিতে করতে দরকার একটা যুক্তিবাদী সমাজ। এ সমাজ তৈরিতে কাজ করছে দৃষ্টি চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবদুল মালেক বলেন, আজকে আমাদের জন্য একটা চমৎকার দিন। আমাদের কাছে সুন্দর আর্ট হচ্ছে সুন্দর করে কথা বলা। যা আমরা টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে পারি না। একজন বিতার্কিক চলনে বলনে কথায় আরেকজন মানুষ থেকে আলাদা হয়ে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলে। বিতর্কের মাধ্যমে সুন্দর একটা সমাজ তৈরি হবে এটা আমার প্রত্যশা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আদনান মান্নান বলেন, সুন্দর সমাজ গঠনে প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব। যুক্তির মধ্যমে অন্ধকার সমাজকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিতার্কিকরা সমাজের নেতৃত্বে আসলে সুন্দর সমাজ বির্নিমাণ সম্ভব হবে।

রবি'র পাবলিক অ্যাফেয়ার্স এণ্ড সাসটেনেভল ভাইস প্রেসিডেন্ট শরীফ শাহ জামাল রেজা বলেন, একটি জ্ঞানভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে সুস্থ বিতর্ক চর্চার কোন বিকল্প নেই। যুক্তিভিত্তিক বির্তকের মাধ্যমে আমরা আমাদের ভুল সংশোধনের সুযোগ পায়। বিতর্ক প্রতিযেগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মেধাশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে
সমস্যার যৌক্তিক বিশে- ষণ এবং সমস্যা সামধান করা যায়।

সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ বকুল বলেন, ২০২৩ সাল চট্টগ্রামের সাংগঠনিক বির্তকের ২৯তম বছর। আগামী বছর ৩০তম বির্তক প্রতিযোগীতা আয়োজন হবে। তিন দশকের এই আযোজনকে স্মরনিয় করে রাখতে সবার সহযোগিতা কামনা করছি। এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রামের পাশাপাশি কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটিতেও অনুষ্ঠিত হবে। সর্বমোট ৬৬টি স্কুল ও ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহনে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন হচ্ছে।

মমতা'র স্বাস্থ্য কর্মসূচির প্রীতি সম্মিলন
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের 'ব্র্যান্ড' হিসেবে মমতা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত-মেয়র

মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় শ্রেষ্ঠ সংগঠন হিসেবে ১৫ বার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তিতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মমতা'র স্বাস্থ্য কর্মসূচির প্রীতি সম্মিলন নগরীর হালিশহরস্থ একটি কনভেনশন সেন্টারে শুক্রবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে মমতা'র প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মিলনের প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

পবিত্র কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে সম্মিলনের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। সম্মিলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পরিবার পরিকল্পনা চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক গোলাম মোঃ আজম, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শেখ ফজলে রাব্বি, জেলা পরিবার পরিকল্পনার উপপরিচালক মোহাম্মদ আবুল কালাম।

বক্তব্য রাখেন সাবেক সাংসদ সাবিহা মুসা, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি চট্টগ্রাম মহানগরের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশফাক আহমেদ, মমতা'র সহ-সভাপতি মো. হারুন ইউসুফ, সাধারন সদস্য সৈয়দ মোরশেদ হোসেন, উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক, সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, পরিচালক তৌহিদ আহমেদ, ডা. মোরশেদা বেগম, ডা. ফারহানা তাবাস্সুম, ডা. আসমা বেগম সহ অন্যান্যরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের 'ব্র্যান্ড' হিসেবে মমতা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এটি চট্টগ্রামের বিশাল অর্জন। মমতা এধারা অব্যাহত রাখলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের বিশেষত; সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধীত হবে। সাধারণ মানুষ এই মহতী কাজের জন্য মমতা'কে স্মরনে রাখবে। বক্তাগণ বলেন, মমতা তার সেবার মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীলতা ও সুনাম অর্জণ করে চলেছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাও যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে তা মমতা'র কাজের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেজন্য সরকারও মমতা'কে শ্রেষ্ঠ সংগঠনের স্বীকৃতি প্রদান করে চলেছে।

চট্টগ্রামের উন্নয়ন নিশ্চিতে রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবেঃ মেয়র

চট্টগ্রামের উন্নয়নব্যয় নির্বাহে স্বনির্ভরতা গড়তে রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

রোববার নগরীর থিয়েটার ইন্সটিটিউটে আয়োজিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন যে রাজস্ব আদায় করে তা দিয়ে নগরীর সড়ক উন্নয়ন থেকে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতসহ বিভিন্ন সেবামূলক

খাতে ব্যয় করা হয়। এছাড়া এই রাজস্ব দিয়ে ৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫৬টা স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়।

"নাগরিকদের রাজস্ব প্রদানে যাতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য আপিলবোর্ড বসিয়ে নাগরিকদের রাজস্ব যৌক্তিককরণ করা হয়েছে। তবে, ধনী শ্রেণীর অনেকেই রাজস্ব ফাঁকি দিতে চান। কেউ প্রভাব খাটিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করলে তা কীভাবে আদায় করতে হবে তা জানি।"

রাজস্ব বিভাগের কর্মীদের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, প্রভাবশালীদের কোন চাপে রাজস্ব আদায় বন্ধ করবেননা। রাজস্ব আদায় ঠেকাতে কেউ চাপ দিলে তিনি যত প্রভাবশালীই হউকনা কেন আমি তা গ্রাহ্য করবনা। আপনারা আইনের মধ্যে থেকে কাজ করলে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি আপনাদের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করলে আমি আপনাদের পাশে থেকে তা ঠেকাব। আপনারা আইন অনুসরণ করে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করে চট্টগ্রামের উন্নয়নে ভূমিকা রাখুন।

চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ, কাউন্সিলর মো. ইসমাইল, মো. ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, রাজস্ব কর্মকর্তা সৈয়দ শামসুল তাবরীজ, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা রেজাউল করিম প্রমুখ।
সভায় রাজস্ব বিভাগের কর্মীরা মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ের চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮